বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৩-২০১৪

প্রথম খণ্ড

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০০৯-২০১৩

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	
২	প্রথম অধ্যায়	১
৩	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৬
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৬
	অডিটের সুপারিশ	৬
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-১৫
৫	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৫
৬	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাছাড়া, দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority ও Local Authority এর হিসাবও নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২৪ টি বিশ্ববিদ্যালয়, ০৫ টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ২০০৯-২০১০ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে / ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পূনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ৭ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

১০ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

তারিখঃ ----------

২৩ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
১	২	৩	৪
১.	প্রতিষ্ঠানের বাসস্থানে বসবাস করা সত্ত্বেও নির্ধারিত হারে বাড়ী ভাড়া কর্তন না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ।	১১,১২,০৫,৬২০/-	৯
২.	অনিয়মিতভাবে শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।	৮,১৯,৪৪,৫১৬/-	১০
৩.	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশমত ভর্তি ফরম বিক্রয় মূল্যের ৪০% অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি।	৫,০৭,২৫,৯০২/-	১১
৪.	প্রাপ্যতার অতিরিক্ত এবং প্রাপ্যতাবিহীন অনিয়মিতভাবে টেলিফোন ভাতা নগদে প্রদান করায় ক্ষতি।	৪২,৩৭,৬৪৫/-	১২
৫.	উচ্চ শিক্ষা শেষে চাকরিতে যোগদান না করায় উচ্চ শিক্ষার শর্ত মোতাবেক বন্ডের দাবীকৃত অর্থ আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি।	৯২,৮৮,৭৩২/-	১৩
৬.	নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২,৭৯,৭৯,৯২১/-	১৪
৭.	নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২,১১,৮৬,৮৯৭/-	১৫
	সর্বমোট	৩০,৬৫,৬৯,২৩৩/-	

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর ২০০৯-২০১৩।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয়, ০৫ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

ক্রঃ নং	অফিসের নাম	আর্থিক সন
১.	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা।	২০১২-২০১৩
২	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	২০১২-২০১৩
৩	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।	২০১২-২০১৩
৪	ইসলামী বিশ্বাবিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।	২০১২-২০১৩
৫	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বাবিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।	২০১২-২০১৩
৬	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।	২০১২-২০১৩
৭	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।	২০১২-২০১৩
৮	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা।	২০১১-২০১৩
৯	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বাবিদ্যালয়, দিনাজপুর।	২০১১-২০১৩
১০	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বাবিদ্যালয়, নোয়াখালী।	২০১০-২০১৩
১১	খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বাবিদ্যালয়, খুলনা।	২০১২-২০১৩
১২	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	২০১২-২০১৩
১৩	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।	২০১২-২০১৩
১৪	শাহাজালাল প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।	২০১২-২০১৩
১৫	মাওলানা ভাসানী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।	২০১২-২০১৩
১৬	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।	২০১২-২০১৩
১৭	ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	২০১২-২০১৩
১৮	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	২০১২-২০১৩
১৯	জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।	২০০৯-২০১৩
২০	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্বাবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	২০১২-২০১৩
২১	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	২০০৯-২০১৩
২২	শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	২০১২-২০১৩
২৩	চট্টগ্রাম ভেটেনারী এন্ড এ্যানিমেল সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।	২০১১-২০১৩
২৪	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	২০১০-২০১৩
২৫	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	২০১১-২০১৩
২৬	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।	২০১২-২০১৩
২৭	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম।	২০১১-২০১৩
২৮	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা।	২০১২-২০১৩
২৯	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।	২০১০-২০১৩
৩০	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী।	২০১২-২০১৩
৩১	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।	২০১০-২০১৩
৩২	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।	২০১২-২০১৩

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষার সময় ঃ ০৫/৯/২০১৩-২৬/৬/২০১৪খ্রিঃ

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনায়নের ভিত্তিতে নিরীক্ষা (রেকর্ডপত্র ও তথ্যাদি বিশ্লেষণ, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সাথে আলোচনা)।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- সরকারি বিধি বিধান অনুসরণ না করা।
- কর্তৃপক্ষের দুর্বল তদারকি।
- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
- পূর্ববর্তী অডিট আপত্তিসমূহের উপর গুরুত্বারোপ না করা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করা।
- অতিরিক্ত হারে বিভিন্ন ভাতা/দাবী পরিশোধ।
- প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি খাতে জমা প্রদান না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- সরকারি বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় শৈথিল্য।
- সরকারি অর্থ আদায় ও জমাদানের বিষয়ে শিথিলতা।
- প্রাপ্ত রাজস্ব অনুমোদনবিহীনভাবে ব্যয়।
- আয়কর ও ভ্যাট কর্তন ও জমাদানের বিষয়ে উদাসীনতা প্রদর্শন।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- সরকার নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী সকল ব্যয় নির্বাহ করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- সরকারি বিধি বিধান ও আদেশ নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন এবং তদানুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সরকারি রাজস্ব আদায় ও জমাদানের বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন।
- বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থ সঠিক খাতে ব্যয়ের বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান।
- অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যাপারে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং -১॥

শিরোনাম	ঃ	**প্রতিষ্ঠানের বাসস্থানে বসবাস করা সত্ত্বেও নির্ধারিত হারে বাড়ী ভাড়া কর্তন না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ১১,১২,০৫,৬২০/- টাকা।**
বিবরণ	ঃ	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয় ১টি বোর্ড এর ২০০৯-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানের বাসস্থানে বসবাস করা সত্ত্বেও নির্ধারিত হারে বাড়ী ভাড়া কর্তন না করায় সংস্থার **১১,১২,০৫,৬২০/-** টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে । [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০১ " দ্রষ্টব্য] জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৯ এর এস আরও নং-২৫৯-আইন/২০০৯/অম/অবি(বাস্ত-১)/ জাঃবেঃস্কেল-৫/২০০৯/২৩৬, তাং ০২/১২/০৯ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ১৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) ও ৩(ক) মোতাবেক যে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী সরকারি এবং স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানের বাসায় বসবাস করেন তারা বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রাপ্য নয় এবং ১নং স্কেল হতে ১২ নং স্কেলভুক্তদের নিকট হতে মূল বেতনের ৭.৫% হারে বাড়ী ভাড়া কর্তনযোগ্য।
অনিয়মের কারণ	ঃ	জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৯ এর এস আরও নং-২৫৯-আইন/২০০৯/অম/অবি(বাস্ত-১)/ জাঃবেঃস্কেল-৫/২০০৯/২৩৬, তাং ০২/১২/০৯ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ১৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) ও ৩(ক) মোতাবেক যে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী সরকারি এবং স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানের বাসায় বসবাস করেন তারা বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রাপ্য নয় এবং ১নং স্কেল হতে ১২ নং স্কেলভুক্তদের নিকট হতে মূল বেতনের ৭.৫% হারে বাড়ী ভাড়া কর্তনযোগ্য।
ফলাফল	ঃ	আর্থিক ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রদান করতঃ যে সকল শিক্ষক/কর্মকর্তাগণ নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন তাদের নিকট থেকে ৭.৫% হারে কর্তন করা হয় না।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ এসআরও নং-২৫৯-আইন/২০০৯/অম/অবি (বাস্তঃ-১)/জাঃ বেঃ স্কেল-৫/২০০৯/২৩৬, তারিখ ঃ ০২/১২/২০০৯ খ্রিঃ এর উপ অনুঃ ২ মোতাবেক বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য নয় এবং নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্বের জন্য দায়িত্ব ভাতা প্রদানের প্রচলন থাকলেও এ জন্য বাড়ী ভাড়া (রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ) কর্তন না করার বিধান নেই । ইতোমধ্যে আপত্তিটি এপি হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ১৯/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রেরণ করা হয়, ০১/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭/০৮/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০২/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং -২॥

শিরোনাম	ঃ	অনিয়মিতভাবে শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি ৮,১৯,৪৪,৫১৬/- টাকা।
বিবরণ	ঃ	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২২টি বিশ্ববিদ্যালয় ৪টি শিক্ষা বোর্ড এর ২০০৯-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, অনিয়মিতভাবে শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রদান করায় ৮,১৯,৪৪,৫১৬/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে । [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০২" দ্রষ্টব্য] "অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের স্মারক নং-০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০১৭.২০১০-৩৩৬(১২০০), তারিখ ঃ ২৪/১০/২০১০ খ্রিঃ মোতাবেক স্ব-শাসিত/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা প্রদান রহিত করা হয়েছে।
অনিয়মের কারণ	ঃ	"অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের স্মারক নং-০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০১৭.২০১০-৩৩৬(১২০০), তারিখ ঃ ২৪/১০/২০১০ খ্রিঃ মোতাবেক স্ব-শাসিত/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা প্রদান রহিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত বিধি বিধান প্রতিপালন করা হয়নি।
ফলাফল	ঃ	আর্থিক ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, ২৯/১২/৮১খ্রিঃ তারিখের সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রদান করা হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ মোতাবেক স্ব-শাসিত/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রাপ্য নয়। ইতোমধ্যে আপত্তিটি এপি হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ১৯/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রেরণ করা হয়, ০১/০১/২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ১১/০৬/২০১৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭/০৮/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০২/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং -৩॥

শিরোনাম	ঃ	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশমত ভর্তি ফরম বিক্রয় মূল্যের ৪০% বাবদ ৫,০৭,২৫,৯০২/- টাকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করা হয়নি ।
বিবরণ	ঃ	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় এর ২০০৯-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশমত ভর্তি ফরম বিক্রয় মূল্যের ৪০% বাবদ ৫,০৭,২৫,৯০২/- টাকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করা হয়নি । [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০৩" দ্রষ্টব্য] বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশনা স্মারক নং-বিমক/বাজেট-৩(১)/২০০৮/৩৪৪১ তাং ২৮/৫/২০০৯খ্রিঃ মোতাবেক ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি বাবদ মোট আয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সেখান থেকে উক্ত আয়ের ৬০% অর্থ উত্তোলন করে পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ নির্বাহ করতে হবে আর ৪০% অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় হিসাবে রাজস্ব তহবিলে জমা থাকবে যা পরবর্তী অর্থ বছরে সম্মিলিত বাজেটে যুক্ত হবে।
অনিয়মের কারণ	ঃ	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশনা স্মারক নং-বিমক/বাজেট-৩(১)/২০০৮/৩৪৪১ তাং ২৮/৫/২০০৯খ্রিঃ মোতাবেক ৪০% ভর্তি ফি বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা না করায় উক্ত অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।
ফলাফল	ঃ	প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, ভর্তি কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর ফরম বিক্রয়লব্দ অর্থ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট অর্থ ভর্তির সহিত সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনকারীদের মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হয়। সর্বশেষ জবাবে উল্লেখ করা হয় ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রয়লব্দ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা করা হয়। অডিট কর্তৃক বিল যাচাই না করে বাজেট বরাদ্দ দেখে মোট আয়ের ৪০% জমা না রাখার আপত্তি দেয়া হয়েছে। পরীক্ষার কাজে এমএলএসএস থেকে অধ্যক্ষ পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োজিত থাকেন। আদায়কৃত অর্থ হতে তাদের পারিশ্রমিক, প্রশাসনিক ও বিবিধ ব্যয় করা হয়ে থাকে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক ৬০% অর্থ উত্তোলন করতঃ পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করতে হবে। ইতোমধ্যে আপত্তিটি এপি হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ২৮/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ২১/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রেরণ করা হয়, ১৭/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৭/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭/০৮/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০২/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং -৪॥

শিরোনাম	ঃ	প্রাপ্যতার অতিরিক্ত এবং প্রাপ্যতাবিহীন অনিয়মিতভাবে টেলিফোন ভাতা নগদে প্রদান করায় ৪২,৩৭,৬৪৫/- টাকা ক্ষতি ।
বিবরণ	ঃ	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ০২টি বিশ্ববিদ্যালয় এর ২০১০-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, প্রাপ্যতার অতিরিক্ত এবং প্রাপ্যতাবিহীন অনিয়মিতভাবে টেলিফোন ভাতা নগদে প্রদান করায় ৪২,৩৭,৬৪৫/- টাকা ক্ষতি হয়েছে । [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০৪ " দ্রষ্টব্য] জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৯ এর স্মারক নং-এসআরও-২৫৫-আইন/২০০৯/অম/অব(বাস্ত-১)/ জাবে স্কেল-১/২০০৯/৩২ তাং ০২/১২/২০০৯খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত আদেশে এবং টেলিফোন নীতিমালা/২০০৪ অনুযায়ী এ ধরনের টেলিফোন ভাতা গ্রহণের বা প্রদানের কোন সুযোগ রাখা হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী টিএন্ডটি কর্তৃক ইস্যুকৃত বিলের বিপরীতে টেলিফোন বিল প্রদেয়। টেলিফোন ভাতা নগদায়নের কোন সুযোগ নেই।
অনিয়মের কারণ	ঃ	জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৯ এর স্মারক নং-এসআরও-২৫৫-আইন/২০০৯/অম/অব(বাস্ত-১)/ জাবে স্কেল-১/২০০৯/৩২ তাং ০২/১২/২০০৯খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত আদেশে এবং টেলিফোন নীতিমালা/২০০৪ অনুযায়ী লংঘন করায় এ অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।
ফলাফল	ঃ	আর্থিক ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, সরকারি টেলিফোন নীতিমালা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাগণ বাসায় টিএন্ডটি টেলিফোন পাওয়ার যোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে ও আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য নগদে টেলিফোন ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ টেলিফোন নীতিমালা মোতাবেক প্রাপ্যতা অনুযায়ী টেলিফোন বিলের বিপরীতে বিল প্রদেয়, নগদ অর্থ প্রদানের অবকাশ নেই। ইতোমধ্যে আপত্তিটি এপি হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ০৬/০৪/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রেরণ করা হয়, ১৭/০৬/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৫/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭/০৮/১৪ খ্রিঃ হতে ০২/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং -৫॥

শিরোনাম	ঃ	**উচ্চশিক্ষার শর্ত মোতাবেক চাকুরীতে যোগদান না করায় এবং বন্ডের দাবিকৃত অর্থ আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি ৯২,৮৮,৭৩২/- টাকা।**
বিবরণ	ঃ	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ০৩টি বিশ্ববিদ্যালয় এর ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, উচ্চ শিক্ষা ছুটিকালীন সময়ে পূর্ণগড় বেতনে ছুটি মঞ্জুরসহ উচ্চশিক্ষা শেষে চাকুরীতে যোগদান না করায় উচ্চশিক্ষার শর্ত মোতাবেক এবং বন্ডের দাবিকৃত অর্থ আদায় না করায় ৯২,৮৮,৭৩২/- টাকার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে । [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০৫ "দ্রষ্টব্য] বিএসআর পার্ট-১, রুল-১৯৪, চুক্তিপত্র এবং রেজিস্ট্রি বন্ড মোতাবেক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়যোগ্য।
অনিয়মের কারণ	ঃ	বিএসআর পার্ট-১, রুল-১৯৪, চুক্তিপত্র এবং রেজিস্ট্রি বন্ড মোতাবেক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়যোগ্য।
ফলাফল	ঃ	আর্থিক ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, শিক্ষা ছুটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণকে কাজে যোগদানের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। যোগদান না করলে বিধি অনুযায়ী সমুদয় বেতন ভাতাদি আদায় করা হবে। সর্বশেষ জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জড়িত ০৪জন শিক্ষক কাজে যোগদান না করে অব্যাহতির আবেদন করেছেন। উল্লিখিত টাকা পরিশোধ না করায় অব্যাহিত দেয়া হয়নি। টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ শিক্ষা ছুটিকালীন সময়ে যাওয়ার পূর্বে গৃহীত মূল বেতনের অর্ধেক বেতনভাতা প্রাপ্য । এছাড়া উচ্চ শিক্ষা ছুটি এবং রেজিস্ট্রি বন্ডের শর্ত মোতাবেক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা বাঞ্ছনীয় ছিল । ইতোমধ্যে আপত্তিটি এপি হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ১১/৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রেরণ করা হয়, ০৪/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৬/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং -৬॥

শিরোনাম	ঃ	**নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি ২,৭৯,৭৯,৯২১/- টাকা।**
বিবরণ	ঃ	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৬টি শিক্ষা বোর্ড এর ২০০৯-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, গাড়ী মেরামত, আপ্যায়ন খরচ,ভাড়া গ্রহণকারী, যোগানদার, নির্মাণ ঠিকাদার, ফার্নিচার সরবরাহ ইত্যাদি হতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় **২,৭৯,৭৯,৯২১/-** টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে । [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০৬ " দ্রষ্টব্য] জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং- ১১৭-আইন/২০০২/৩৪২-মূসক তাং ০৬/০৬/০২খ্রিঃ,এস আর ও নং-২০১-আইন/২০১০/৫৫০-মূসক তাং ১০/০৬/১০খ্রিঃ, সাধারণ আদেশ নং-৭/মূসক/২০১১ তাং ১৮/০৮/১১খ্রিঃ এবং এস আর ও নং-১৮২-আইন/২০১২/ ৬৪০-মূসক, তাং ০৭/০৬/১২ খ্রিঃ মোতাবেক নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।
অনিয়মের কারণ	ঃ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং- ১১৭-আইন/২০০২/৩৪২-মূসক তাং ০৬/০৬/০২খ্রিঃ,এস আর ও নং-২০১-আইন/২০১০/৫৫০-মূসক তাং ১০/০৬/১০খ্রিঃ, সাধারণ আদেশ নং-৭/মূসক/২০১১ তাং ১৮/০৮/১১খ্রিঃ এবং এস আর ও নং-১৮২-আইন/২০১২/ ৬৪০-মূসক, তাং ০৭/০৬/১২ খ্রিঃ মোতাবেক নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।
ফলাফল	ঃ	রাজস্ব ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, ভ্যাট আদায়পূর্বক পরবর্তীতে ব্রডশীট আকারে জবাব প্রদান করা হবে। সর্বশেষ জবাবে উল্লেখ করা হয় প্রিন্টিং প্রেস ও প্যাকেজিং হতে রেজিস্ট্রেশন কার্ড সরবরাহের বিলে যোগানদার হিসাবে ৪% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে, যা নিরীক্ষায় ১৫% হারে কর্তনযোগ্য বলে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ আলোচ্য ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ লংঘন করে পরিশোধিত বিলে ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। ইতোমধ্যে আপত্তিটি এপি হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ১৯/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রেরণ করা হয়, ০১/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭/০৮/২০১৪ হতে ০২/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং -৭॥

শিরোনাম	ঃ	নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি ২,১১,৮৬,৮৯৭/- টাকা।
বিবরণ	ঃ	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৪টি শিক্ষা বোর্ড এর ২০০৯-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ইজারামূল্য, তেল সরবরাহকারী, বিজ্ঞাপন বিল, ইত্যাদি হতে নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করায় ২,১১,৮৬,৯৮৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে । [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০৭ " দ্রষ্টব্য] জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫২ ও ৫৩ ধারা এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি-১৬, এস আর ও নং ৬-আইন/২০০২, তাং-০৫/০১/২০০২খ্রিঃ, এস আরও নং-১৬০/আইন/আয়কর/২০০৭, তাং ২৮/০৬/২০০৭ খ্রিঃ অনুযায়ী, এসআরও ২৬২-আইন/আয়কর/২০১০, তাং-০১/০৭/২০১০খ্রিঃ মোতাবেক নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন করা হয়নি ।
অনিয়মের কারণ	ঃ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫২ ও ৫৩ ধারা এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি-১৬, এস আর ও নং ৬-আইন/২০০২, তাং-০৫/০১/২০০২খ্রিঃ, এস আরও নং-১৬০/আইন/আয়কর/২০০৭, তাং ২৮/০৬/২০০৭ খ্রিঃ অনুযায়ী, এসআরও ২৬২-আইন/আয়কর/২০১০, তাং-০১/০৭/২০১০খ্রিঃ মোতাবেক নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন করা হয়নি ।
ফলাফল	ঃ	রাজস্ব ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, আয়কর কর্তনের বিষয়টি জানা না থাকায় কর্তন করা হয়নি। সর্বশেষ জবাবে উল্লেখ করা হয় প্রাপ্ত কমিশনের টাকা বিভিন্ন বিভাগীয়গণের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়। পার্টি কর্তৃক আয়কর কর্তন করা হয়।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ জারির তারিখ হতে আয়কর আদায় বাধ্যতামূলক। তাছাড়া যার মাধ্যমেই ব্যয় করা হোক না কেন বিধি মোতাবেক আয়কর কর্তনযোগ্য। ইতোমধ্যে আপত্তিটি এপি হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ২৫/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৮/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রেরণ করা হয়, ১৩/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৭/০৬/২০১৩খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৪/০৫/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০২/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

(আবুল কালাম আজাদ)
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

বাঃস্থঃমুঃ/২০১৭-১৮/৭৫৪৩(এ)-৭৫০ বই, ২০১৮।